গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
www.mor.gov.bd

বিষয়: ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের মধ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	: **জনাব মো: সেলিম রেজা** সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	: ১০.০৬.২০২১
সময়	: দুপুর ১২.০০ টা।
স্থান	: সচিব মহোদয়ের কক্ষ, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

০১। সভার উপস্থিতিঃ

সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার উপস্থিতি পরিশিষ্ট-'ক'-তে উপস্থাপন করা হলো।

০২। সভার প্রারম্ভিক আলোচনা

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি দাপ্তরিক কাজের গুণগত মান উন্নয়নে প্রতিবছর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সভাপতি বলেন, শুদ্ধাচার পুরস্কার সকল সরকারী কর্মচারীদের মাঝে কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা তৈরি করবে। এ আয়োজন পুরস্কারপ্রাপ্তদের কাজের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির পাশাপাশি অন্যদেরকেও ভালো কাজের প্রতি আগ্রহী করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা ২০১৭ এর ৩.২ নং ক্রমিকের নির্দেশনা অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১ম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডের কর্মচারী ও ১১ তম গ্রেড থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে একজন করে কর্মচারী এবং ৩.৩ নং ক্রমিকের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্য থেকে একজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সকল অনুবিভাগ, অধিশাখা এবং শাখা প্রধানগণ কর্তৃক তাঁদের অধীনস্থ ৩য় গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডের কর্মচারী এবং ১১ তম গ্রেড থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মচারীদের নির্ধারিত ছকে প্রদত্ত মূল্যায়ন সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগসমূহের প্রধান এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের মূল্যায়ন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সম্পন্ন হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বরধারী পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী সর্বোচ্চ নম্বরধারীর সংখ্যা একাধিক হলে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মচারী নির্বাচিত করার বিধান রয়েছে।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্র:নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন/সংস্থার প্রধানদের মধ্য থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন** সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর এই দুটি প্রতিষ্ঠান প্রধানের মধ্য থেকে একজন কর্মকর্তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রসংগে আলোচনা করা হয়। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের মেয়াদ ৬	(১) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনাব অসীম কুমার তালুকদার, সরকারী রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর- কে ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীন/সংস্থার প্রধানদের মধ্য থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) (২) শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্র:নং	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ছয়) মাস পূর্ণ না হওয়ায় এ বছর তিনি এ পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না। অপরদিকে সরকারী রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর পুরস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর পাওয়ায় তিনি ২০২০-২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য একমাত্র দাবীদার।		
৩.২	**২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য ১ম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনয়ন** সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১ম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীদের মূল্যায়ন ছক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় সর্বমোট ০৮ জন কর্মচারী সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী সর্বোচ্চ নম্বরধারীর সংখ্যা একাধিক হওয়ায় লটারীর মাধ্যমে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার বিষয়ে মত ব্যক্ত করা হয়।	(১) লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস- কে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১ম গ্রেড থেকে ১০ম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য হতে মনোনয়ন প্রদান করা হয়।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) (২) শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৩	**২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য ১১ম গ্রেড থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনয়ন** সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১১ তম গ্রেড থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মচারীদের মূল্যায়ন ছক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় সর্বমোট ০৫ জন কর্মচারী সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী সর্বোচ্চ নম্বরধারীর সংখ্যা একাধিক হওয়ায় লটারীর মাধ্যমে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার বিষয়ে মত ব্যক্ত করা হয়।	(১) লটারীর মাধ্যমে বিজয়ী রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ রহমত আলী- কে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১১ তম গ্রেড থেকে ২০ তম গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য হতে মনোনয়ন প্রদান করা হয়।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) (২) শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৪	**পুরস্কারের মান** সভায় শুদ্ধাচার পুরস্কারের মান সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রত্যেককে একটি সার্টিফিকেট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের বিধান রয়েছে।	(১) পুরস্কারের জন্য মনোনীত তিনজন কর্মচারীর প্রত্যেককে একটি সার্টিফিকেট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) (৩) শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়। (৪) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

০৪। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ সেলিম রেজা)
সচিব
রেলপথ মন্ত্রণালয়।